শ্রীশ্রী স্মরণ দর্পণ

শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈঃ শ্রীগুরবে নমঃ ।। ১ ।।

প্রথমে বন্দিব গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু
কৃষ্ণ প্রাপ্তির যেহ হয় মূল ।
অজ্ঞান-তিমির নাশে দীপ্তিকরি পরকাশে
বন্দো সেই চরণ রাতুল ॥

যাহে গুরু কৃপা হয়, কৃষ্ণপদ সেই পায়
সেই হয় পরম সুধার ।
গুরুপদে যত ভক্তি রাধাকৃষ্ণে তত রতি
এই তত্ত্ব সর্ব্ববেদ সার ॥

তথাহি

যো গুরুঃ স হরিঃ সাক্ষাদ্ যো হরি স গুরুঃ স্মৃতঃ ।
গুরৌর্যস্য ভবেত্তুষ্ট স্তস্য তুষ্টো হরি স্বয়ং ॥ ২ ॥

গুরুর স্বরূপ কৃষ্ণ গুরুদেহে করি তৃষ্ণ
তবে সে পাইবা দুইজন ।
নিত্যলীলা যত ইতি গুরুদেহে করি স্থিতি
প্রকাশিয়া করিব সেবন ॥

গুরুস্থানে প্রেম-কথা আরোপিব সর্ব্বথা
ইথে না করিও কিছু অন্য ।

শ্রী শ্রী স্মরণ দর্পণ

শ্রীআচার্য্য প্রভু মোরে ভৃত্য বলি দয়া করে
তবে হয় রামচন্দ্র ধন্য ॥
শ্রীবৈষ্ণব গুরু হ'য়ে সর্ব্বশাস্ত্রে এই কহে
বিদ্যমানে দেখহ নয়নে ।
অগ্রে ত বৈষ্ণব নাম সেবা কর অনুপাম
কৃষ্ণকথা শুন রাত্রি দিনে ॥
শুনিতে সে হরিকথা, ঘুচয়ে মনের ব্যথা,
তবে গুরু করি সম্বাহন ।
দাস হঞা মনে ভজে সেহ শ্রীচরণে মজে
তবে গুরু কৃষ্ণ করে জান ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব একে তিন উদ্ভব
বিলাস লাগিয়া হয় ভিন্ন
এই দেহ বিলসনে, রসন সে আস্বাদনে
তথির কারণে হয় অন্য ॥
সাধু যেন নৌকা মাঝে অমূল্য রতন সাজে
দূরদেশে করিতে গমন ।
সাধন স্মরণ যত অমূল্য রতন কত
বাইছা করিব দুইজন ॥
শ্রীগুরু কাণ্ডারী দড় বৈষ্ণব বাইছা বড়
কৃষ্ণ হয় অনুকূল বায় ।
নৌকাতে যে মহাজন সে মত ভকতগণ
অবিলম্বে কূল যেন পায় ॥

তাহি

শ্লোক

নলিনীদলগত জলমতি তরলং

তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং

ক্ষণমিহসজ্জন-সঙ্গতি রেকা

ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥ ৩॥

সাধু-মুখে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত।

তবে গুরুদেবে হয় রতি।

নিত্য নিত্য বাড়ে রতি গুরুপদে হয় গতি,

তবে হয় ভজন শকতি ॥

কৃষ্ণেতে অপরাধ হয় তাহাতে নিস্তার পায়

গুরু অপরাধে নাহি ত্রাণ।

তাহে বড় পরমাদ বৈষ্ণবেতে অপরাধ

গুরুদেবে না করে মার্জ্জন ॥

ইথে না করিও আন বৈষ্ণব গুরু সমান

অভেদ দুই একই পরাণ।

যেই বৈষ্ণব সেই গুরু সেই কৃষ্ণ কল্পতরু

গুরু মূখ্য করিল বিধান ॥

তথাহি

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥" ৪॥

যেই গুরু সেই কৃষ্ণ হৃদয়ে করিয়া তৃষ্ণ

অন্যবুদ্ধি নাহিক নিস্তার।

আপন স্বভাবে টানে তিনে এক করি মানে

তবে হয় নৈষ্ঠিক অপার ॥

এইমত করি মন ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ
আর না করিও পরমাণ ।
সংসার ভিতরে যত দেবী দেবা আছে কত
না করিও তাহার সন্ধান ॥
রাধাকৃষ্ণ নাম মন্ত্র সর্ব্বসার বেদ তন্ত্র
গুরুমুখে শুনিয়া নিশ্চয় ।
তবে গুরু আজ্ঞা হয় সাধুসঙ্গ সদা লয়
দিনে দিনে ভজন বাড়য় ॥
গুরু পঙ্ক সাধু-নীর তাহে পদ্ম যেন স্থির
এইরূপ ভকত প্রকাশ ।
যেন মত্ত মধুকর মধু লোভে নিরন্তর
আসিয়া করয়ে পরকাশ ॥
গুরুকৃপা যেই দেহ সাধনের মূল সেহ
অন্য মত না করিহ তায় ।
আবির্ভাবে তিরোভাব আবির্ভাবে হয় লাভ
তিরোভাবে গুরু নাহি হয় ॥
দেহের পতন হয় ভাবের বিলাস নয়,
নিত্য ভাবে পূজিব সর্বথা ।
গুরুর বিনাশ হয় হেন যদি মনে লয়
তবে তার হয় সব বৃথা ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ দেহ হৃদয়ে চিন্তিও সেহ
তবে কৃষ্ণ কৃপাবুদ্ধি হয় ।
গুরুপদে যত ভক্তি রাধাকৃষ্ণে তত আর্ত্তি
এই বাক্য জানিও নিশ্চয় ॥

গুরু কৃষ্ণ এক দেহ সন্দেহ না করিও কেহ
পূর্বে কহিয়াছি সব কথা।
গুরু আজ্ঞা বলবান্ অভক্তে সে করে আন
ভক্তজনের সেই হয় ব্যথা ।
গুরুবাক্য নিষ্ঠা করি তবে সে ভজিতে পারি
আর মতে নাহি পরিত্রাণ ।
শ্রীআচার্য্য প্রভুর পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন ॥
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
ভূষণ করিব সর্ব গায় ।
সুত দারা পরিজন, গুরুপদে সমর্পণ
তবে রামচন্দ্র কৃষ্ণ পায় ।
গুরু কৃপা মহাবল দেব দেবী পরাৎপর
শরণ লইয়া সেব তায় ।
গুরু কৃপা যারে হয় সেই জীবে কৃষ্ণ পায়
নাহি কিছু ইহাতে সংশয় ॥
নবধা প্রকার ভক্তি সাধিবে যতনে অতি
সাধু মুখে শুনিয়া নিশ্চয় ।

তথাহি

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং ।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ ৫॥

হরিগুণ শ্রবণে পরীক্ষিত রাজনে
শুকদেব পাইলা কীর্ত্তনে ।
প্রহ্লাদ মহাশয় স্মরণ করিয়া তায়

বিদ্যমানে দেখিল নয়নে।
পৃথুরাজা মহামতি অর্চ্চণে করিল প্রীতি;
পদসেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
চরণ-বন্দনে অক্রুর ভক্তি কৈল প্রচুর
দাস্যে কপিপতি শ্রেষ্ঠ জানি।
অর্জ্জুন সখ্যভাবে নিরবধি কৃষ্ণ সেবে
বলি কৈল আত্মনিবেদন।
শুনরে রসিক ভাই, নিবেদন তোর লই
সদা কর এই ত ভজন ॥
গুরু-কৃপা মুখ্য করি ভক্তিপথ বিচারি
সাধুসঙ্গ করিব সর্ব্বথা।
ভক্তিকথা সাধু সঙ্গে আস্বাদিব নানা রঙ্গে
তবে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা ॥
নিত্য নিত্য বাড়ে প্রেম যেন নিরমল হেম
রাধাকৃষ্ণ চরণ-সেবায়।
লীলা-কথা কর গান দুহু পদ কর ধ্যান
ইহা বিনু আর নাহি ভায় ॥
চক্ষুদান মোর হৈল আচার্য্য ঠাকুর দিল
সেই দৃষ্টি পরম কারণ।
সুখময় বৃন্দাবন লক্ষ-কল্প আরোপণ
শুন তাই পূরিয়া শ্রবণ ॥

তথাহি— ৪২

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাবিধা মম ॥ ৬ ॥

স্মরণ দর্পণ

বৈকুণ্ঠের পরাৎপর লক্ষ্মী আদি অগোচর
অনন্তের শিরে যার স্থিতি।
কনক-রচিত স্থল রত্ন প্রবাল-দল
কোটী চন্দ্র যিনি তার জ্যোতি ॥
পরাগে ধূসর স্থল নানা রত্ন ঝলমল
অষ্টবর্ণ তাতে নিয়োজিত।
নানা বৃক্ষে আবরণ নবীন আকার বন
পরশিতে হয়ত দ্রবীত ॥
তরুগণ ডালে ডালে অমৃত শিশির ঝরে
নানা পুষ্পে করে জ্যোতির্ম্ময়।
কপোত শুক শারিক ভৃঙ্গ ময়ূর পিক
মধুর মঙ্গল গীত গায় ॥
শিরীষ কুসুম দল, শীতল বিমল স্থল,
দরশনে পূরে সর্ব্ব আশ।
পদ্ম নাগেশ্বর ফুলে মত্ত ভৃঙ্গ তাহে ভুলে
গন্ধময় সদায় বিকাশ ॥
পূর্ব্বে লহাকল্পতরু স্থানব্যাপী বড় চারু
অস্থিচর্ম্ম বিনু তার তনু।
পঞ্চবর্ণে ফল ফুল প্রবাল মুকুতা তুল
শুদ্ধ রত্নাকরময় জনু ॥
তার তলে সুশীতল কেবল জ্যোতির্ম্ময় স্থল
দিবানিশি না যায় গণন।
অপরূপ বৃন্দাবন ত্রিভুবন মোহন বিমোহন
সর্ব্বসিদ্ধি অভীষ্ট কারণ ॥

স্মরণ দর্পণ

তথাহি —

আসামহোচরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যা ॥ ৭॥

তাহাতে জন্মিতে বিধি আশা করে নিরবধি
গোপীপদ সেবনের আশ।
কিবা তরুলতা বন কিবা পক্ষী মৃগীগণ
তবে বৃন্দাবনে করে বাস।
হ্রাসবৃদ্ধি নাহি হয় নিত্য লীলা রাসময়
নিত্য হয় নূতন প্রকাশ।
সূর্য্যকোটী সম আভা প্রকাশিত অতিশোভা
দরশন অতি মনোহর।
বিনা বায়ে তরুগণ দোলে তারা অনুক্ষণ
মধুময় সেই সব কথা।
নানা পক্ষী গায় গীত কি মধুর সুললিত
যুগল-কিশোর লীলা-কথা।
ধাতুরত্ন মুক্তামালে বেদী কত থরে থরে
তার মধ্যে রতন মন্দির।
অষ্টলোক রচিত ভালে তার মধ্যে অষ্টদলে
পূর্ব্বদ্বারে পতাকা সুস্থির।
তাতে যত সখীগণ সাধ্য নাহি গণন
মুখ্য তার চতুর্দ্দশ জানি।

ললিতা বিশাখা তথা চিত্রা চম্পকলতা
রঙ্গ দেবী সুদেবী বাখানি ॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা অষ্টজন এই লেখা
ষট্ দলে আর ছয় জন।
লবঙ্গ মঞ্জরী আর শ্রীরূপ-মঞ্জরী সার
শ্রীরস মঞ্জরী বাখান।
শ্রীরতি মঞ্জরী ভালি অনঙ্গমঞ্জরী কেলি
শ্রীগুণ মঞ্জরী মঞ্জুলালী।
সখীগণ যত ইতি মধুর মধুর ভাতি
তার মধ্যে দুই যুথ ডালি ॥
দুই যুথে সখীগণ তারা সেবে অনুক্ষণ
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগেতে পতি।
এই সঙ্গে সদা রহিয়া প্রেমসেবা লইব যাইয়া
এই মোর মনের যুকতি ॥
কুঞ্জে নিয়োজিত বাস যুথেশ্বরীর পূরে আশ
রস চিনি সেব অনুমতি
এই সে পরাণধন অন্যত্রে না চলে মন
ইহা বিনু আর নাহি গতি ॥
অষ্টদলে অষ্টকোণে রত্নবেদী সিংহাসনে
তার মধ্যে দোহাকার স্থিতি।
ধাতু বালদল অঙ্গে করে ঝলমল
দেখি যেন বিদ্যুতের জ্যোতি ॥
দোহার অঙ্গের শোভা মুনির-মন হয় লোভা
দুই রূপে না হয় তুলনা।

রতনে জড়িত তনু মরকত দরপনু
পূর্ণিমার চান্দবন্দনা।
রতন কিরীট হার শ্রবনে কুণ্ডল ভাল
অঙ্গদ বলয়া ভুজে সাজে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ ভাল গলে দোলে বনমাল
কটিতে কিঙ্কিণি ঘন বাজে।
দশন মুকুতা পাতি ঈষৎ বিদ্যুৎ গতি
অধরে সুরস পূরে বংশে ।
ঘূর্ণ্যমান সদা আঁখি নাচিছে খঞ্জন পাখী
তা দেখিয়া মদন তরাসে ॥
পীত বসন ধর পুষ্প বাস মনোহর
মধুর মঞ্জীর পদে শোভা।
সুরমুনি দুর্লভ ব্রজরাজ-বল্লভ
দেখিতে অধিক মনোলোভা ॥
শ্যাম অঙ্গ ঝলমল ধাতু প্রবালদল
এতরূপে নিরখিল বিধি।
ষড়্‌দশ বৎসর করি তবে সে ভজিতে পারি
অসীম গরিমা গুণনিধি ॥
তার বামে রঙ্গিণী লাবণ্য ভুবন জিনি
কাঁচা কাঞ্চন যিনি তনু
মোর মনে হেন বাসি যেন সৌদামিনী রাশি
রতনে জড়িত শোভে তনু ॥
চাঁচর কেশর বেণী যেন নামিয়াছে ফণী
রতনের থোপা তাহি দোলে ॥

কপালে সুপত্রাবলী অলঙ্কার ঝলমলি
নাসিকায় মুকুতাহি দোলে ॥
অধর বিম্বক জিনি মুখচন্দ্র পদ্ম মিনি
শ্রবণে কুণ্ডল যুগোৎসবি।
গলে মণিমুক্তা মাল কেয়ূর কঙ্কণ ভাল
তিমিরে প্রকাশে যে হে রবি।
বুকের উপরে ভাল তাহে দোলে মতিমাল
কনক-শেখর যুগ মাঝে।
মৃগমদ চন্দন তাহে ঘন বিলেপন
আচ্ছাদন মরকত সাজে ॥
কটিতে কিঙ্কিণি জাল নিতম্বিনী চুল ভাল
রত্ন অঙ্গুরী সারি সারি।
চরণেতে বঙ্করাজে মুখর মঞ্জীর মাঝে
পঞ্চম রসাল মনোহারী ॥
পঞ্চদশ বৎসর হয় কৃষ্ণবামে সদা রয়
কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর সদায়।
উপমা দিবার যাউ মনে ভাবি নাহি পাউ
দুই রূপে ভুবন ভুলায় ॥
শুনরে রসিক ভাই মনে করি ভাব তাই
সদা করি এই ত স্মরণ।
ললিতা বিশাখা আদি সেই যুথে করি স্থিতি
অনুগায় থাকি অনুক্ষণ ॥
লবঙ্গমঞ্জরী জ্ঞান তুয়া পদে করি ধ্যান
বহু মোর বহুত প্রণতি

অনুগায়ে সখীগণ সেই সঙ্গে অনুক্ষণ
তবে সে করিতে পারি গতি ॥
তথাহি
সখীনাং সঙ্গিনীরূপা আত্মানং বাসনাময়ীং
আজ্ঞা সেবা পরাং তত্তদ্রূপালঙ্কার ভূষিতাং ॥
সেবা সাধকরূপেণ চাত্র হি ।
তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥
সেবা সম্ভাবনং কুর্য্যাৎ কলৌ বিপ্রা সদা মতা ॥
সদা সেবা অভিলাষ মনে করি বিশ্বাস
অনুনয়ে সাধিব সর্ব্বথা ।
সদা সঙ্গ রস ধর লীলা কথা গান কর
এই সেবা এই প্রেম কথা ॥
তোমারে কহিনু ভাই ইহার অধিক নাই
গুরু দৃষ্টে না হয় বিচ্ছেদ ।
তবে রস পুষ্টি লাগি রূপে গুণে ডগমগি
সখীরূপ তাহে করি ভেদ ।
এক সঙ্গে দুইজন নাহি বাড়ে আস্বাদন
দুহুঁ কুঞ্জে দুঁহাকার স্থিতি ।
দুঁহার বিচ্ছেদ হয় দ্বিগুণ সন্তাপ তায়
এই সব সাধকের গতি ॥
দুহুঁ দুঁহা দরশনে স্থির নহে দুহু মনে
দুহুঁ লাগি দুহুঁ মন ঝুরে ।
তবে সখী দূতী হঞা কৃষ্ণস্থানে যান ধাঞা
মিলন সঙ্কেতে কুঞ্জান্তরে ॥

দুঁহার বিচ্ছেদ কথা শুনিতে হৃদয়ে ব্যথা
ইতে হয় রসের প্রচুর ।
যে হয় রসিক জন স্থির নহে তার মন
নিরবধি বিকল অন্তর ॥
এই রস আস্বাদনে দিবা নিশি নাহি জানে
অধিক বাড়য় মনসুখে ।
মুই অতি মূঢ় জন ইথে না করিলু মন
কি শেল রহল মোর বুকে ॥

তথাহি

রাধাসঙ্গে যথা ভাতি তদা মদনমোহনঃ ।
অন্যথা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥ ১০৭।

যবে নয় রায়-সঙ্গ রসকথা নানা রঙ্গ
মদন করয়ে অচেতন ।
রাইসঙ্গে যবে রহে মনমথ রঙ্গ বহে
রূপে মোহে এ তিন ভুবন ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য গতি মাধুর্য্যের অনেক রীতি
সাধকে করিব আস্বাদন ।
সতত সুধীর সঙ্গে লীলা কথা নানা রঙ্গে
তিন রূপে করি বিস্তারণ ॥
শুনরে রসিক ভাই ইহার অধিক নাই
ধর মন করিয়া নিশ্চয় ।
সাধ্যের অবধি যত সাধনে ভাবিব তত
তিরোভাবে সেই সিদ্ধি হয় ॥

স্মরণ দর্পণ

সাধ্য শরীর ধরি সাধন করিতে পারি
চিত্ত যদি অকপট হয়।
নিত্য লীলা করি আশ সাধুস্থানে প্রকাশ
তবে সে সাধন সিদ্ধি হয় ॥
সাধন যদি সিদ্ধ হয় তবে নিত্য সিদ্ধি পায়
দেহের পতন মাত্র হয় ॥
দর্পণ করিয়া হাতে আপনারে দেখ তাতে
সাধকে দেখিতে হেন পায় ॥
নিত্যলীলা নিত্যস্থানে লীলা কথা রস গানে
সদা কর মনেতে প্রকাশ।
সাধু সঙ্গে প্রেমকথা আস্বাদিবে সর্ব্বথা
মনে না করিও অবিশ্বাস ॥
আপনার নিজ কাজ তাতে না করিও লাজ
এ লাজ করিলে নাহি পাই।
অকিঞ্চন হঞা রীতি সাধু সঙ্গে কর গতি
যে কহেন বৈষ্ণব গোঁসাঞি ॥
সেই কথা সত্য মানি গুরু বাক্য নিষ্ঠা জানি
কায়মনোবাক্যে কর সেবা।
যত আছে মহী মাঝে, তাহে নাহি কোন কাজে,
না পূজিব দেবী আর দেবা।
সদা সঙ্গে নরোত্তম নাহিক তাহার সম
ত্রিভুবনে নাহি তার সীমা।
দুহে রাত্রি দিনে বসি অমিয়-সাগরে ভাসি
আলাপন যুগল মহিমা ॥

এই সব আস্বাদন করে যে ভকত জন
তার মুই যাউ বলিহারি।
শুনরে রসিক ভাই পরম নিগূঢ় এই
বিমুখ না হইও একেবরি ॥
যে হয় রসিক রসে প্রেমানন্দ সুখে ভাসে
যুগলের কথা গুণগানে।
গুরু-কৃপা মুখ্য করি সদা ভজ শ্রীহরি
তিলেক পাশর পাছে মনে ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সঙ্গে গৌরাঙ্গ আইলা রঙ্গে
বুঝ দেখি ইহার কারণ।
আপনার নিজগুণ আপনে করে আস্বাদন
এই সব জানে ভক্তগণ ॥

রাগ বসন্ত।

দেখ দেখ আরে ভাই গৌরাঙ্গ চান্দ পরকাশ
পূর্ণিমার চান্দ যেন উদিত আকাশ ॥
সিংহরাশি পূর্ণমাসী গোরা অবতার
ছাড়ল যুগের ভার, ধরণী নিস্তার।
মহি-করে আছেন যতেক জীব তাপ।
হরণ সকল পঁহু নিজহি প্রতাপ ॥
কলিযুগে তপ যজ্ঞ নাহি কোন তন্ত্র।
প্রকাশিল মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র ॥
প্রেমের বাদর করি ভরিল সংসার।
পাতকী নারকী সব পাইল নিস্তার ॥

অন্ধ অবধি যত করে পরকাশ ।
বিন্দু না পড়িল মুখে রামচন্দ্র দাস ।
জয়রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন
ভূষণ করিব সব গায় ।
শ্রীগোপাল ভট্ট পদ হৃদয়ে আরূঢ় দড়
ইহা বিনু আর নাহি ভায় ।
কেহ না করিও রোষ ক্ষমিবা সকল দোষ
যেন কহি বালকের ভাষ ।
শুনরে রসিক ভাই স্মরণ দর্পণ এই
যে কহিল রামচন্দ্র দাস ॥

ইতি শ্রীশ্রী স্মরণ-দর্পণ গ্রন্থ সমাপ্ত ।

———